কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়, বীজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়
www.moa.gov.bd

২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বীজ অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১। বীজ ডিলার নিবন্ধন প্রত্যয়ন প্রদান ২৬৬৩৫ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান :

নিবন্ধিত বীজ ডিলারগণ সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও বিপণনের সাথে জড়িত। তারা চাষি পর্যায়ে উন্নত জাত ও মানের বিভিন্ন প্রকার দানাদার, শাকসবজি, ডাল তৈল ও মসলা জাতীয় ফসলের বীজ বিক্রি করে। বীজ ডিলারগণ বীজ আইন,২০১৮ ও বীজ বিধিমালা, ২০২০ মেনে বীজ ব্যবসা করে। এছাড়াও তারা উচ্চফলনশীল/আধুনিক/হাইব্রিড জাত গবেষণা করে জাত উদ্ভাবন করে এবং তার বীজবর্ধন করে ডিলার এবং চাষি পর্যায়ে বিক্রি করে।

২। উফশী ধানের ৬৫টি জাত অবমুক্তকরণ :

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) হতে ব্রিধান-৫১ হতে ব্রিধান-৯৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৬টি ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) হতে ব্রিধান-৮ হতে বিনাধান-২৪ পর্যন্ত মোট ১৭টি উফশী জাতের ধান অবমুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১টি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১টি এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১টি ধানের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এসব জাতের অনেকগুলো প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উফশী জাতগুলো কৃষক পর্যায়ে আবাদ করা হচ্ছে।

৩। হাইব্রিড ধানের ১৩১টি জাত নিবন্ধন :

বাড়ছে মানুষ, কমছে জমি। তাই কম জমিতে অধিক ফলনের জন্য বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় থাকাকালীন দেশে হাইব্রিড ধানের জাত প্রবর্তন করে এবং হাইব্রিড ধানের আবাদী এলাকা কৃষির নিমিত্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিমালার আওতায় দিনে দিনে হাইব্রিড ধান চাষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে অদ্যাবধি ৭টি হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে; যা জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানির অনুকূলে ১৩৪টি হাইব্রিড ধানের জাত নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে বোরো মৌসুমে সর্বোচ্চ প্রায় ৮,৫০০-৯,৫০০ হেক্টর জমিতে আবাদ হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, হাইব্রিড ধানের ফলনশীলতা ইনব্রিড ধানের চেয়ে ২০% বেশী। ২০০১ সালে যেখানে ৯০% বীজ আমদানি করা হতো; বর্তমানে দেশেই ৯০% বীজ উৎপাদন করে চাষি পর্যায়ে বিক্রি করা হচ্ছে। হাইব্রিড ধানের গড় ফলন ৭.৫-১০ মে.টন/হেক্টর।

৪। গমের ৯টি জাত অবমুক্তকরণ :

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) হতে গমের ৮টি এবং বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে গমের ১টি উফশী জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বারি গম-৩২ কৃষক পর্যায়ে খুবই জনপ্রিয় এবং তাপসহিষ্ণু। তাছাড়া বিডব্লিউএমআর হতে হাইব্রিড ভুট্টার ১টি জাত ও পপকর্ণের ২টি জাতের নিবন্ধন দেয়া হয়েছে।

৫। উন্নত আলুর ৬২টি জাত অবমুক্তকরণ :

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে উচ্চফলনশীল আলুর ৬২টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে; জাতগুলোর ফলনশীলতা হেক্টর প্রতি ২৫-৩৫ মে.টন/হেক্টর। জাতগুলো আবাদের ফলে দেশে বিগত কয়েক বছর সেখানে ৪.৫-৫.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৯০ লক্ষ মে. টন হতে ১ কোটি ১০ লক্ষ মে.টন আলু উৎপাদিত হচ্ছে।

৬। পাট জাতীয় ফসলের ১১টি জাত অবমুক্তকরণ :

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক পাট ও পাট জাতীয় ফসলের ১১টি জাত অবমুক্ত করা হয়েছে; তন্মধ্যে মেস্তা-২টি, কেনাফ-২টি, তোষা-৩টি ও দেশি-৪টি। বিজেআরআই তোষা পাট-৮ একটি উফশী ও উন্নতমানের জাত; যা ফলন বেশী ও আঁশের মান ভাল। এ জাতের বীজ উৎপাদন করে ভারতীয় পাট বীজ আমদানি কমানো যাবে।

৭। হাইব্রিড ভুট্টার ৩৫০টি জাত নিবন্ধন :

বর্তমানে ভুট্টা একটি দানাদার অর্থকরী ফসল। এর বহুমুখী ব্যবহার এবং চাহিদার কারনে দেশে প্রতিবছরই ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চাষিরা হাইব্রিড জাতের ভুট্টা আবাদ করে লাভবান হচ্ছে। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ৩৫০টি হাইব্রিড জাতের ভুট্টার নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। জাতগুলোর ফলনশীলতা হেক্টর প্রতি গড়ে ৮-১২ মে. টন।

৮। শাক-সবজির ৩৫০০টি জাত নিবন্ধন :

বিভিন্ন ধরণের শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন শাক-সবজির ৩৫০০টি জাতের নিবন্ধন দেয়া হয়েছে; এদের মধ্যে অনেকগুলো জাত সারাবছর আবাদ করা যায়; ফলে বছরব্যাপী অমৌসুমেও বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এতে করে চাষিরা লাভবান হচ্ছে এবং জনগণের পুষ্টির চাহিদার যোগান দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

৯। ফলের ১০০টি জাত নিবন্ধন :

জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, তরমুজ ও পেঁপেসহ বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি ফলের ১০০টি জাতের নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কিছু জাত সারাবছরই আবাদ করা যায়। ফলে চাষিদের অর্থ ও পুষ্টি দুটোই যোগান হচ্ছে এবং চাষিরা লাভবান হচ্ছে।

১০। ফুলের ১০টি জাত নিবন্ধন :

ফুলের ১০টি জাত নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। জাতগুলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশেই বিভিন্ন ধরণের বিদেশি ফুলের আবাদ হচ্ছে এবং ফুল চাষিরা লাভবান হচ্ছে।

১১। বীজ আইন-২০১৮ প্রণয়ন :

সরকার কোনো ফসল বা জাতের বীজ উৎপাদন, বিক্রয়, সংরক্ষণ, আমদানি, রপ্তানি, বিনিয়োগ বা অন্যভাবে সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ এবং এর মাণদন্ড নির্ধারণের জন্য যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মতভাবে বীজ আইন-২০১৮ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। এ আইনে সরকারি এবং বেসরকারি সেক্টরকে সমান সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। ফলে সুষম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজারে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে।

১২। বীজ বিধিমালা-২০২০ প্রণয়ন :

বীজ আইন-২১৮ এর ধারা-৩১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার বীজ বিধিমালা-২০১৮ এর গেজেটে প্রকাশ করেছে; যা দেশে একটি সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বীজ ব্যবসার কাঠামো গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরে বীজ কর্মকান্ডে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে বীজ বিধিমালা-২০২০ অনুসরণ করে গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলনশীল জাতের বীজ চাষি পর্যায়ে সরবরাহ করার জন্য বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী করে এই বিধিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে।

১৩। উদ্ভিদের জাত সংরক্ষন আইন-২০১৯ প্রণয়ন :

বর্তমানে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরণের ফসলের উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড জাত অবমুক্ত করা হয়েছে এই সব জাতের উপর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের অধিকার সুরক্ষার জন্য International Union for Plant Variety Protection (UPOV) এর গাইডলাইন অনুযায়ী উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে; যা ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এ আইনের ফলে জাত উদ্ভাবনের সাথে জড়িত বিজ্ঞানীদের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা যাবে।

১৪। উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন ২০১১ প্রণয়ন :

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক পরিবহনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পোকামাকড়, রোগবালাই অনুপ্রবেশ ও বিস্তাররোধ এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সুরক্ষাসহ এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক ও সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন-২০১১ গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে।

১৫। উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা ২০১৮ প্রণয়ন :

উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এর ধারা ৩৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মতভাবে উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিধিমালা-২০১৮ গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ Bangladesh Plant Protection Convention (IPPC) এ স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসাবে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির আন্তর্জাতিক পরিবহন এই বিধিমালা অনুযায়ী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।

১৬। ইনব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকা প্রণয়ন :

দেশে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এবং আমদানীকৃত হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়নের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিকরণ ও ছাড়করণের উদ্দেশ্যে হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন নির্দেশিকাটি গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৭। ইনব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি :

ধান একটি নিয়ন্ত্রিত প্রধান খাদ্যশস্য জাতীয় ফসল। দেশে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টর হতে বীজ আইন-২০১৮ অনুযায়ী ধানের জাত অবমুক্ত করা হচ্ছে। এ নির্দেশিকাটি প্রণয়নের ফলে ১টি পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিতে ইনব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ করা যাবে, যা সকল অংশীজনদের নিকট সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।

১৮। ইনব্রিড গমের জাত মূল্যায়ন ও ছাড়করণ পদ্ধতি-২০১৯ :

গম একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে প্রায় ৩৪টি গমের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে। গমের জাত মূল্যায়নের জন্য এ পদ্ধতিটি ২০১৯ সালে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯। বীজ আলুর টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি নিবন্ধন নির্দেশিকা-২০১৯ :

আলু বর্তমানে আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। স্বল্পজীবনকাল ও অধিক ফলনের কারণে আলু চাষে চাষিদের আগ্রহ বেশী। পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত বীজ আলুর অধিকাংশ আমদানি করা হতো। বর্তমানে দেশে প্রায় ৩৫টি টিস্যু কালচার ল্যাবেরটরির মাধ্যমে দেশেই উন্নত ও উফশী জাতের বীজ আলু উৎপাদন করা হচ্ছে। এ নির্দেশিকাটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের নিয়ন্ত্রনাধীন টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরিগুলোর নিবন্ধনের মাধ্যমে একই ছাতার নীচে নিয়ে আসা হবে, যাতে এর মনিটরিং ও মূল্যায়ন সহজ হয় এবং গুণগতমান নিশ্চিত করা যায়।

২০। আলুর জাত উন্নয়ন, ছাড়করণ ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি :

সরকার আলুর গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার স্বার্থে আলুর জাত উন্নয়ন ছাড়করণ ও নিবন্ধনের জন্য একটি গাইডলাইন প্রনয়ন করেছে; যা ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এ গাইডলাইনের মাধ্যমে আলুর উন্নত জাত অবমুক্তকরণ ও নিবন্ধীকরণের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

২১। নার্সারী গাইডলাইন-২০০৯ প্রণয়ন :

দেশে বর্তমানে চারা ও কলম বিক্রয়ের জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো নার্সারী রয়েছে। নার্সারীগুলোতে বিভিন্ন প্রকার দেশি বিদেশি শাক-সবজি, ফলমূল ও ফুলের চারা ও কলম বিক্রয় করা হয়। এসব চারা ও কলমের গুণগতমান রাখার জন্য নার্সারীগুলোকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত নিবন্ধনের মাধ্যমে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। নার্সারী গাইডলাইনে চারা ও কলমের গুণগতমান রক্ষা ও মাতৃগাছের বৈশিষ্ট্য ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

মো: আজিম উদ্দিন
প্রধান বীজতত্ত্ববিদ
বীজ অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।
ফোন : ৯৫৪০২৩৮